সুযোগ পেলে মেহেরপুরকে বেকারমুক্ত করে গড়ে তুলবো — জয়নাল আবেদীন

বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূতিকাগার মুজিবনগরখ্যাত মেহেরপুর। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল প্রথম সরকারের শপথের মধ্যে দিয়ে যার নামকরণ করা হয় বাংলাদেশের প্রথম রাজধানী। সেকারনে মেহেরপুর জেলার রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীনতার পর এই জেলায় প্রথম একজন প্রতিমন্ত্রী দিয়েছেন বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে ফরহাদ হোসেন জেলার উন্নয়নে কতটুকু ভূমিকা রাখতে পেরেছেন, জেলার রাজনীতি ও আগামী নির্বাচনের মনোনয়নসহ নানা বিষয়ে আমরা কথা বলেছি মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য জয়নাল আবেদীনের সাথে। সাক্ষাতকার নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর প্রতিদিনের পাঠকদের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও সালাম, কেমন আছেন?
জয়নাল আবেদীন : ভাল আছি। মেহেরপুর প্রতিদিনের সাথে জড়িত সম্পাদক, কলাকুশলীসহ সবাইকে শুভেচ্ছা। সেই সাথে এই পত্রিকার পাঠক ও জেলাবাসিকে সালাম, শুভেচ্ছা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: কবে থেকে রাজনীতিতে এসেছেন?
জয়নাল আবেদীন : ১৯৬৯ সালে আমি যখন এসএসসি পরীক্ষা দেবো এমন একটি সময়ে আমার রাজনীতিতে অভিষেক হয়েছিল।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনাকে রাজনীতিতে আনার পেছনে কাদের অবদান ছিল?
জয়নাল আবেদীন : ইসমাইল হোসেন, আকম ইদ্রিস আলী, একে আশকারী পটল, সাহাবাজ উদ্দীন লিজ্জু ও তাদের সাথে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হাদি, নোমান ও পিয়াস নামের তিন ছাত্র বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা এবং ছাত্রলীগের ১১ দফা এলাকার মানুষের মাঝে প্রচার করতে এসেছিলেন। তখন দেশে গণঅভ্যূথান চলছে। বঙ্গবন্ধু আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় জেলে। তাদের সাথে সকাল বিকাল গ্রামের মধ্যে অন্যান্য মানুষের মত আমিও শুনতে শুনতে আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম, আমাকে বঙ্গবন্ধুর দল

করতে হবে। বঙ্গবন্ধুকে মনের অজান্তেই ভালবেসে সংগঠন করার জন্য প্রস্তুত হই। পরে তখনকার এমএনএ সহি উদ্দীনের হাত ধরেই আওয়ামী লীগে আসা।
মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে নৌকা প্রতীকের প্রার্থীদের পরাজয় হওয়া প্রসঙ্গে যদি বলতেন।
জয়নাল আবেদীন : মুজিবনগরই শুধু নয়, গাংনীতেও ৯টি ইউনিয়নের মধ্যে ৬টিতে স্বতন্ত্র প্রার্থী জিতেছেন। গোটা জেলাতেই যারা স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে জিতেছেন তাদের ব্যাক্তিগত ইমেজের কারণেই জিতেছেন। তারপরেও আমরা চেষ্টা করেছি নৌকার প্রার্থীকে বিজয়ী করতে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: তাহলে কি মনে হয়না আপনারা জনপ্রিয় নেতাদের মনোনয়ন দিতে ব্যার্থ হয়েছেন?
জয়নাল আবেদীন : এই প্রশ্নটা করা যাবেনা। কারণ এটা আপা (আওয়ামীলীগ সভাপতি শেখ হাসিনা) দিয়েছেন। স্থানীয় সরকার নির্বাচন মনোনয়ন বোর্ডের সভাপতি তিনি। আপা যেটা ভাল মনে করেছেন সেটাই দিয়েছেন। উনি যাকে মনোনয়ন দিয়েছেন আমরা তার সাথে কাজ করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনের বিপর্যয় কাটোনোর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন: আমাদের পরিকল্পনা হলো, তৃণমূলের নেতা কর্মীদের আমরা বারবার বলছি, আপনারা নেত্রী ও দলের সাথে থাকুন। আগামী ৫ বছর পর স্থানীয় নির্বাচনে যারা মনোয়ন চাবে তাদের মধ্যে থেকে বেটার ক্যান্ডিডেট নেত্রির কাছে সুপারিশ পাঠাবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলায় আওয়ামী লীগের তৃণমূলের নেতা-কর্মীদের মধ্যে কোনো হতাশা বিরাজ করছে কি?
জয়নাল আবেদীন: হতাশা বিরাজ করছে নিজ নিজ যায়গা থেকে। নেতা কর্মীদের হতাশা থাকার কথা না। কেননা, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিন ট্রাম দেশ চালাচ্ছেন। সব জেলাতেই কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দকে পাঠিয়ে পৌর, উপজেলা বা জেলা কাউন্সিল করছেন। কাউন্সিলে বিধি মোতাবেক কমিটি তৈরী হচ্ছে। কমিটি তৈরীর ক্ষেত্রে অনেকেই উত্তীর্ণ হচ্ছেন, অনেকেই হতে পারছেন না। সেই ক্ষেত্রে কেউ নিজে নিজে হতাশ হচ্ছেন। আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ হাসিনা জানেন কাকে সভাপতি ও সেক্রেটারী করলে দলটাকে ভাল চালানো যাবে। তবে কমিটি গঠনের সময় এমপি ও মন্ত্রীদের অ্যাভোয়েট করা গেলে ভাল হতো। স্থানীয় নেতা কর্মীর মাঝ থেকে কাউকে সভাপতি সেক্রেটারী ক রলে দলের জন্য ভাল হতে পারতো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: প্রার্থীদের পরাজয়ে নেতাদের কোন্দল কতটুকু দায়ী?
জয়নাল আবেদীন: এখানে নেতা কর্মীরা কোনো ভাবেই দায়ী নন। যারা নির্বাচিত হয়েছেন তাদের ব্যক্তি ইমেজেই বিজয়ী হয়েছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ইউপি নির্বাচনে যাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের মনোনয়ন দিতে না পারার কারনে কি এই পরাজয়?
জয়নাল আবেদীন : এক্ষেত্রে আমার মনে হয়েছে, যাঁরা জনপ্রিয় ছিলেন, তাঁদের আমরা সঠিক ভাবে বাছাই করে মনোনয়ন দিতে পারিনি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল ক্ষমতায়, কিন্তু নেতা-কর্মীরা এখানে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত নন। আপনী কি মনে করেন? জয়নাল আবেদীন : আমার বক্তব্য হচ্ছে উন্নয়নের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া না হওয়া নির্ভর করছে জেলার নেতৃবৃন্দের উপর। যারা জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের নেতাবৃন্দ দায়ীত্ব পালন করছেন। তারা নেতা কর্মীদের ডাকবেন এবং উন্নয়ন কাজের সাথে সম্পৃক্ত করবেন। আগামী এক বছর পর জাতীয় নির্বাচন। দলের মধ্যে কোনো বিভাজন থাক সেটা আমি বা কারোর চাওয়া উচিৎ নয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা প্রশাসনের কোনো কর্মসূচীতে কোনো জনপ্রতিনিধি ও রাজনীতিককে দেখা যায়না। আপনী কি মনে করেন? জয়নাল আবেদীন: এটা আমার বলার কিছু নেই। এখানে মন্ত্রী বা এমপি উনি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতিও। উনি তিনটি দায়ীত্ব পালন করছেন এক সাথে। এটা নির্ভর করছে তার ইচ্ছা বা অনিচ্ছার উপরে। তবে তার উচিৎ নেতা কর্মীদের সাথে জেলা প্রশাসনের একটা সমন্বয় করে দেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: প্রতিমন্ত্রীর সাথে দলের গুরুত্বপূর্ণ পদের নেতা কর্মীদের সাথে দুরুত্ব সম্পৃক্ততাও কম। এ কারণে নেতা- কর্মীদের মধ্যে হতাশা ও ক্ষোভর কারনে সংগঠন দূর্বল হয়ে উঠেছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন: এক বছর পর জাতীয় নির্বাচন। সেই নির্বাচনের আগে আমরা সবাই ঐক্যমত হয়ে নির্বাচন করতে চাই। বিগত দিনের মত আমরা স্বচ্ছ, ফেয়ার নির্বাচন হোক এটাও আশা করি। দলের নেতা কর্মীদের মাঝে দুরুত্ব আছে বলে আমার মনে হয়না। তারপরেও চেয়ারটা যার কাছে থাকবে। দায়ীত্বের সেই যায়গায় ও গুরুত্বপূর্ণ পদে থেকে সবাইকে গুছিয়ে রাজনীতি করলে সবারই ভাল হয়। কারো কারো মধ্যে অনেক কষ্ট ও ক্ষোভ থাকতে পারে। সেটা তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। তবে, আগামী দিনে এসব কিছু থাকবেনা। জাতীয় নির্বাচনে সবাই এক যায়গায় চলে

আসবে। এটা নিয়ে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্ব থাকবেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিগত দিনে নেতা কর্মীদের পাশে ডাকছেন না, শেষ সময়ে তাদের ডাকলে পাশে আসবে কিনা ?
জয়নাল আবেদীন: এখনি এটা বোঝা যাবেনা। নির্বাচনে আওয়ামীলীগ সভাপতি যাকে মনোনয়ন দেবেন। আমাদের উচিৎ হবে, সকলেই তার হয়ে কাজ করা। শেখ হাসিনাকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়া। কি পেলাম, আর কি বললাম সেটা বড় কথা নয়। স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি, স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব দানকারী দল বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে আবারো রাষ্ট্র ক্ষমতায় নিয়ে যাওয়াই হবে প্রত্যাশা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সদ্য জেলা কাউন্সিল হওয়ার সময় এক মাসের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি হওয়ার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেটি না হওয়ায় নেতা কর্মীদের মধ্য ক্ষোভ বা হতাশা বেড়েছে কিনা?
জয়নাল আবেদীন : দলের যারা নতুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন। দায়ীত্ব এখন তাদের। আমি আশা করি, অতি দ্রুতই জেলা কমিটি আলোর মুখ দেখতে পাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি না হওয়ার পিছনে কারণ কি বলে মনে করেন আপনী ?
জয়নাল আবেদীন: না হওয়ার পিছনে কোনো কারণ নেই। বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে নেতা কর্মীরা জড়িয়ে আছেন। ইউপি নির্বাচন গেলো। সামনে জেলা পরিষদ নির্বাচনের ডামাডোল চলছে। এই পরিপেক্ষিত সবাই নিজ নিজ কাজে ব্যাস্ত। একটা সময় আসলে হয়তো কমিটি হয়ে যাবে। জেলা কমিটির সভাপতি ও সম্পাদক যখন নির্ধারণ হয়ে গেছে, তখন বাকী পদগুলোও তাড়াতাড়ি পুরুণ হবে বলে আমার মনে হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর জেলা কমিটির সাংগাঠনিক অবস্থান কি? বর্তমানে যারা নেতৃত্বে রয়েছেন দল গোছাতে কতটুকু সক্ষম?
জয়নাল আবেদীন: এখন তো কোনো পূর্ণাঙ্গ কমিটি হয়নি। সভাপতি ও সম্পাদক বাদে আর কারো কোনো পদ নেই পদবী নেই। সাংগাঠনিক কার্মকান্ড এখন থাকার কথা না। এখন সাংগাঠনিক কর্মকান্ড যেটুকুই আছে সেটুকুই সভাপতি ও সম্পাদকের দায়ীত্ব।
মেহেরপুর প্রতিদিন: সার, ডিজেলসহ জালানি ও ভোজ্য তেল এবং দ্রব্যমুল্যের উর্দ্ধগতি জাতীয় নির্বাচনে প্রভাব পড়বে কি? জয়নাল আবেদীন: এতে নির্বাচনে কোনো প্রভাব পড়বেনা। কারন, ইতোমধ্যে ডিজেলের দাম লিটারে ৫ টাকা কমিয়েছে। নির্বাচনের আগেই সবকিছু সহনশীল পর্যায়ে আসবে। প্রধানমন্ত্রী এদিক দিয়ে খুব শতর্ক।

সাধারণ মানুষের যেটা ভাল হবে কল্যাণ হবে, সেই পদক্ষেপ তিনি গ্রহণ করছেন। নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম একটা সময়ে কমে যাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলায় দিন দিন বেকারত্ব বাড়ছে। একজন মন্ত্রী রয়েছেন। বেকারত্ব দূরিকরণে কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছেনা। এব্যাপারে আপনার কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা:
জয়নাল আবেদীন : আমি এমপি থাকা অবস্থায় ৮৯২ জনকে সরকারি বেসরকারি পর্যায়ে চাকুরী পাইয়ে দিয়েছি। পরিকল্পনা ছিলো জেলায় ইপিজেড বানাবো, সেটিও অনুমোদন হয়ে পড়ে আছে। এখানে ইপিজেডটি স্থাপন করা গেলে সরকারি বা বেসরকারি ব্যাংকগুলো থেকে মাত্র ৫ শতাংশ সুদে টাকা দেওয়া যেতো। দেশী বিদেশী অনেক শিল্পকলকারখানা স্থাপিত হতো। জেলায় ২০ থেকে ৫০ হাজার বেকারের কর্মসংস্থান হতো। এটা বাস্তবায়িত হোক এটা আমি চাই। আমি মেহেরপুরের সংসদ সদস্য নির্বাাচিত হলে, মুজিবনগর অধ্যুষিত মেহেরপুরকে আগামী দিনে বেকারমুক্ত করে গড়ে তুলবো। বিশেষ করে অর্ধেক নারী ও পুরুষের সমন্বয়ে মেহেরপুরের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর সব ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। মুজিবনগর বাসিও এখন সেই প্রত্যাশায় আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দ্বাদশ নির্বাচনে আপনী প্রার্থী হতে ইচ্ছুক? জয়নাল আবেদীন: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও জেলার সাধারণ মানুষ চাইলে অবশ্যই আমি সামনের নির্বাচনে প্রার্থী হতে ইচ্ছুক। আমাকে দল মনোনয়ন দিলে আমার চিন্তা চেতনা দিয়ে মেহেরপুরকে এগিয়ে নেবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন পেতে আপনী কতটুকু আশাবাদী?
জয়নাল আবেদীন: দলীয় মনোনয়ন পেতে কতটুকু এগিয়ে আছি সেটা আমার জানা নেই। এটা এখনো অনেক দেরী আছে। দলের ছাত্রলীগ, যুবলীগ ও সরকারের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার জরিপ আছে। সেই জরিপ কি হচ্ছে না হচ্ছে আমি জানিনা। তবে আগামীতে আমি দলের মনোনয়ন পেতে চেষ্টা করবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সংসদ সদস্য থাকা অবস্থায় আপনী দলের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছেন বলে অনেক অভিযোগ ছিল। এটা আপনী কিভাবে দেখেছেন?
জয়নাল আবেদীন: আমি ২০০৪ সালে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলাম। ২০০৬ সালে জাতীয় নির্বাচনের প্রথম মনোনয়ন পেয়েছি। ১/১১ এর মইন-ফকরুদ্দীনের সরকার থাকলো। ২০০৮ সালের ২৯

ডিসেম্বর আমি দলের প্রার্থী মনোনীত হলাম। আমি জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলাম। নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই আমি চেষ্টা করেছি দলের সমস্ত নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করতে। দু/একজন নেতা বা কর্মীর মনো কষ্ট থাকলেও সেটি ছিল অন্য ব্যাপার। দলের শতকরা ৯৯ ভাগ নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করেই আমি জেলা আওয়ামী লীগের দায়ীত্ব ও সংসদ সদস্যের দায়ীত্ব পালন করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলার উন্নয়নে কি কি ক্ষেত্রে আপনার ব্যার্থতা ছিলো বলে মনে করেন?
জয়নাল আবেদীন: আমার ব্যার্থতা খুজে পাইনি। আমি হয়তো সব নেতা কর্মীর আস্থাভাজন হতে পারিনি। আমি ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর আমি চেষ্টা করেছি আমার কর্মকান্ডগুলো পরিচালনা করার। তবে একজন এমপির জন্য পাঁচ বছর একটা বড় সময় না। আমি আবারো দ্বিতীয় মেয়াদে এমপি নির্বাচিত হতে পারলে আমার অনেক স্বপ্ন ছিল, চিন্তা চেতনা ছিল সেগুলো আমি বাস্তবায়িত করতে পারতাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলার উন্নয়নের ক্ষেত্রে আপনার পরিকল্পনাগুলো কি কি ছিল?
জয়নাল আবেদীন: আমি মুজিবনগর স্থলবন্দর করার জন্য এমপি হয়ে তেহট্ট, কৃষ্ণনগর ও কলকাতায় গেছি। মুজিবনগর স্বাধীনতা সড়কের জিরো পয়েন্টে দুই বাংলার মিলন মেলা করেছি। নদীয়ার কৃষ্ণনগরের ডিসি এসপি এমপি এদের এনেছি। এদেশের ডিসি এসপি থেকে শুরু আমরা সবাই থেকে সেই ২১ ফেব্রুয়ারীতে মিলন মেলা করেছিলাম। সেটার মধ্য দিয়ে মুজিবনগর স্থলবন্দর ও চেক পোষ্ট করার চেষ্টা করেছিলাম। সেব্যাপারে আমি অনেকদুর এগিয়েও ছিলাম। কিন্তু সেই স্থলবন্দরটা কেনো আজ পর্যন্ত হলোনা। আজকে মেহেরপুরের ইপিজেড করার সব প্রক্রিয়া শেষ করেছিলাম। কিন্তু সেটিও আলোর মুখ দেখতে পেলোনা। মেহেরপুরের রেল লাইন এখন পর্যন্ত আলোর মুখ দেখতে পেলোনা। আমার দাবি ছিল জেলায় একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়। চিৎলা অথবা বারাদীতে প্রস্তাব দিয়েছিলাম। যেখানে নতুন করে জমি লাগতো না। এজেলার মানুষ ৯৯ ভাগ কৃষক তারা কৃষির সাথে জড়িত। আমি আপার সাথে আলোচনা করেছিলাম।
সেই সময় আপা আমাকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় না করে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। আমি ১০০ শয্যার হাসপাতালকে আড়াইশ বেডের হাসপাতালে উন্নিত করেছিলাম। হাসপাতালে মিটিং করে নাম দিয়েছিলাম মুজিবনগর জেনারেল হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজ।

এখন কেনো হচ্ছেনা, কি সমস্যা সেটা আমার ঠিক ধারনা নেই। সেটা প্রতিমন্ত্রীর সাথে কথা বললেই সঠিক ধারনাটা পাওয়া যাবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনী কি মনে করেন আপনার উন্নয়নের দ্বার যেটা উম্মেচিত হয়েছিল সেটা এখন থমকে আছে?
জয়নাল আবেদীন: আমার সময় হাইস্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাতে সুরম্য বিল্ডিং হয়েছে। ৩৬ টি কলেজ মাদ্রাসা ও স্কুল এমপিওভূক্ত করেছি। ১০/১৫ বছর পর তাদের বেতন করে দিয়েছি। তারা আজকে সরকারের শতভাগ বেতন ভাতা পান। মেহেরপুর পৌর কলেজ, মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজ থেকে শুরু করে বিভিন্ন কলেজের যে সুরম্য ভবন দেখা যায় সব তার আমলে তৈরী হয়েছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আপনী এবং ফরহাদ হোসেন দুজনেই জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্যের দায়ীত্ব পালন করেছেন দুজনের মধ্যে বেশী সফল কে?
জয়নাল আবেদীন: আমি তার সফলতা নিয়ে কথা বলবোনা। কার সফলতা কতটুকু সেটা জেলার মানুষ বিচার করবে। সেটা আমার মুখে শোভা পাবেনা। আমি কারোর সাথে কন্ট্রাডিকশন করতে চাইনা।
মেহেরপুর প্রতদিন: আপনী জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও সংসদ সদস্য থাকার পরেও আপনাকে মনোনয়ন দেইনি কেনো ? আপনার ব্যর্থতা কি ছিল ?
জয়নাল আবেদীন: আমাকে মনোনয়ন না দেওয়ার কারন আমি জানি। উনি ছিলেন সৈয়দ আশরাফের চাচাত ভগ্নিপতি। ২০১৩ সালের ৫ জানুয়ারীর নির্বাচনের সময় সৈয়দ আশরাফ ছিলেন পার্টির সেক্রেটারী ও এলজিআরডি মন্ত্রী। এ কারনেই আমার মনোনয়নটা ওই সময় কেটে যায়। আমার কোনো ব্যার্থতা ছিলনা। আমার ব্যার্থতা আছে কিনা আপাকে (শেখ হাসিনা) জিজ্ঞাসা করেছিলাম। আপা বলেছিলেন তোমার কোনো ব্যার্থতা নেই।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আপনাকে কি কারনে মনোনয়ন দিতে পারেন বলে মনে করেন?
জয়নাল আবেদীন: আমি ছিলাম ২০০৮ সালের সকল দলের অংশ গ্রহণে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে একজন নির্বাচিত এমপি। এই সিটে ৯৬ সালে জোহুরা তাজউদ্দীন এসে হেরেছে। সেখানে আহমেদ আলী এমপি নির্বাচিত হয়েছেন। ২০০১ সালে আওয়ামী লীগ প্রার্থী আব্দুল মান্নান হেরেছে বিএনপি প্রার্থী মাসুদ অরুনের কাছে। ২০০৮ সালের নির্বাচনে আমি ধানের শীষের সেই প্রাথীর সাথে প্রতিদ্বন্দীতা করে ৪৯ হাজার ৮৬২ ভোটের ব্যবধানে হারিয়ে এমপি নির্বাচিত হয়েছি। আমি ছিলাম এই আসনের একজন জনপ্রিয় এমপি। আগামী দিনে সব দলের অংশগ্রহণ

গ্রহণযোগ্য নির্বাচন হলেও এই সিটে আমার কোনো বিকল্প থাকবেনা। ফেয়ার ইলেকশন দিলে এই আসনের যাকে তাকে মনোনয়ন দিলে বৈতরনি পার হবেনা। স্ট্যাটিস্টিকস দেখতে হবে। আমার জন্ম মুজিবনগর উপজেলাতে। আমি ওখানে ছিলাম জীবনের ৩৩ বছর। আমি ৭৩ সালে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের প্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান ছিলাম। আমি ২০০৮ সালের নির্বাচনে এমপি হয়েছি। নির্বাচনে মুজিবনগর উপজেলার মানুষ আমাকে ৬২.২৩ শতাংশ ভোট দেন। তারা বলেছেন জয়নাল আমাদের ছেলে এই বলে উজাড় করে ভোট দেন। আর আমি সদর উপজেলায় ভোট পেয়েছি ৫২.৩৪ শতাংশ ভোট। আমি ৫৩ বছর যাবৎ আওয়ামী লীগের রাজনীতি করছি। গাংনীর কাজীপুর থেকে মুজিবনগরের জয়পুর পর্যন্ত গোটা জেলায় প্রতিটি গ্রামে আমার দুই থেকে তিনবার পা পড়েছে। মানুষ চিন্তা করেছে আমাকে ভোট দিলে জেলার উন্নয়ন হবে। সেই আস্থা রেখেই আমাকে ভোট দিয়েছিল। আমার বিশ্বাস আমাকে একজন ভাল প্রার্থী হিসেবে জননেত্রী শেখ হাসিনা মনোনয়ন দিলে ভৌগলিক দিক বিবেচনা করে বিপুল ভোটে মানুষ আবারো নির্বাচিত করবেন। ভৌগলিক বিবেচনা করে প্রধান মন্ত্রী আমাকে আবারো মনোনয়ন দিলে, আমি নির্বাচিত হয়ে সিটটা তাকে উপহার দেবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মনোনয়ন দিলে দলের সব নেতা কর্মীকে এক সাথে নিয়ে নির্বচানে জয়ী হতে পারবেন কি:
জয়নাল আবেদীন: আমাকে মনোনয়ন দিলে সব নেতা কর্মী এক ছায়াতলে আসবেন। একজন নেতা কর্মীও দলের বাইরে যাবেনা। সেটা একমাত্র সম্ভব আমার মাধ্যমে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: এবার মনোনয়ন পেলে জেলাবাসির জন্য কি কি পরিকল্পনা আছে?
জয়নাল আবেদীন: মুজিবনগরকে সামনে রেখে জেলাবাসির অর্থসামাজিক উন্নয়ন করবো।
মেহেরপুর প্রতিদিন: মুজিবনগরের উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অংশ। জেলার উন্নয়নে প্রতিমন্ত্রীর ভূমিকা কতটুকু আছে বলে মনে করেন ?
জয়নাল আবেদীন: এই জেলাতে কি কি উন্নয়ন হয়েছে। সেটা প্রতিমন্ত্রীর কাছে চাওয়াই বেটার হবে। উনি (প্রতিমন্ত্রী) ৯ বছর এমপি ও মন্ত্রী হিসেবে দায়ীত্ব পালন করছেন। জেলার উন্নয়ন কি হয়েছে আর কি হয়নি। সেটা আমার চেয়ে বেশী তিনি জানেন। তিনিই বলুক কি কি উন্নয়ন হয়েছে।
মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে সরে দাড়ালেন কেনো? এখানে দলীয় চাপ দলীয় ছিল কি ?

জয়নাল আবেদীন : জেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে সরে দাড়ানোর ক্ষেত্রে দলীয় কোনো চাপ ছিলনা। আমি জীবন সায়াহেৃ এসে চিন্তা করেছি, আমি ১৯৬৯ সাল থেকে এ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত। আমার জীবনে রাজনীতি করতে গিয়ে বিদ্রোহী স্বতন্ত্র বা কোনো কালিমা নেই। আমি ভোট করলে হয়তো জিততে পারতাম। কিন্তু আমাকে বলা হতো জয়নাল চেয়ারম্যান বা বিদ্রোহী চেয়ারম্যান। আমাকে এখন মানুষ বলে সাবেক এমপি। তখন সেটা ঘুচে যেতো। বলতো জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। আমাকে বিদ্রোহী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী বলে আখ্যায়িত করতো। আমি দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে স্বেচ্ছায় মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: সততা, যোগ্যতা আদর্শ এবং জনপ্রিয়তার ভিত্তিতে দলকে ঢেলে সাজানোর যে পরিকল্পনা সভাপতি শেখ হাসিনা নিয়েছেন, জেলা কমিটি গঠণে সেই পরিকল্পনা কতটুকু বাস্তবায়ন হয়েছে বলে মনে করেন আপনী ?
জয়নাল আবেদীন : এখনো তো জেলা কমিটিই হয়নি। শুধুমাত্র সভাপতি ও সম্পাদকের পদটি ডিক্লারড হয়েছে। এখন সভাপতি ও সম্পাদক যারা হয়েছে তাদের দায়ীত্ব এটাকে সুন্দর করে ত্যাগী নেতা কর্মীদের নিয়ে ঢেলে সাজিয়ে নতুন করে সবার গ্রহণযোগ্য কমিটি উপহার দেবেন। সেটা কতটুকু তারা কিভাবে করবেন তারা ভাববেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জেলা আওয়ামীলীগের পূর্নাঙ্গ কমিটি গঠণ নিয়ে বলেছেন ইউপি নির্বাচন এবং সামনের জেলা পরিষদ নির্বাচন নিয়ে জেলা কমিটি গঠণ লেন্দি হচ্ছে। কিন্তু সামনে তো আবার জাতীয় নির্বাচন চলে আসছে। সেক্ষেত্রে কমিটির ভবিষ্যৎটা কি?
জয়নাল আবেদীন: কমিটি হতে হবে এক বা দু মাসের মধ্যে। আমি জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পরপরই উপজেলা, পৌর কমিটির সভাপতি ও জেলার প্রবীণ সব নেতাদের ঢাকার পির ইয়ামিনে নিয়ে গেছি। সেখানে বসে সবাইকে সাথে নিয়ে পুর্ণাঙ্গ কমিটি উপহার দিয়েছি। তখন কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেনি কমিটি নিয়ে। কেনো যে পারছেন না বা দেরি করছেন আমার মাথায় আসছেনা। এটা এখন জেলার সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সেটা করবে। যদি একা না পারে সেক্ষেত্রে প্রবীণ ও সিনিয়র নেতাদের সাহায্যও নিয়ে গঠণ করতে পারে। ২০১৫ সালে তারা কমিটি গঠণ করেছিলেন। সেখানে আমাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। আমি বলবো কমিটি গঠণ করার ক্ষেত্রে সেনসেসনটা ব্রড হওয়া উচিৎ। দলতো কেউ একা করতে পারেনা। সবাইকে নিয়েই একটা দলের শক্ত অবস্থান তৈরী হয়।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুর প্রতিদিনকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে

ধন্যবাদ
জয়নাল আবেদীন : মেহেরপুর প্রতিদিনকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সেই সাথে জেলাবাসির মঙ্গল কামনা করছি।

মেহেরপুরের সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান পালু আর নেই

মেহেরপুর সদর উপজেলার প্রথম চেয়ারম্যান ও জেলা জাতীয় পার্টির সাবেক সভাপতি খন্দকার আমিরুল ইসলাম পালু (৭৯) ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

আজ বুধবার ভোর ৫টার দিকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নি:শ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি ডায়োবেটিস, কিডনিসহ ক্রনিক সিওপিডিতে ভুগছিলেন। শহরের তাঁতীপাড়ার নিজ বাসভবনে অসুস্থ অবস্থায় দিন যাপন করছিলেন। কয়েকদিন আগে বেশি অসুস্থ হয়ে পড়লে ঢাকার বারডেম হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলো।

খন্দকার আমিরুল ইসলাম পালু মেহেরপুর পৌরসভার ২ বার কমিশনার নির্বাচিত হয়েছিলেন। পরে তিনি পৌরসভার চেয়ারম্যানও নির্বাচিত হন। ১৯৮৫ থেকে ১৯৯০ পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার চেয়ারম্যান ছিলেন।

খন্দকার আমিরুল ইসলাম পালুর ভাতিজা রাজন খন্দকার জানান, আজ বুধবার বাদ আসর জানাযা শেষে শেখপাড়া পৌর কবরস্থানে দাফন করা হবে।

“হটাও ওয়ার্কার্স, বাঁচাও বিএনপি”- আলমগীর খান ছাতু

বিএনপি গত কিছুদিন ধরে সারাদেশে সরকার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলার চেষ্টা করছে সমাবেশ, মিছিল বা বিক্ষোভের মত কর্মসূচি পালনের মাধ্যমে। সরকারি বিরোধী এই কর্মসূচী পালন করতে গিয়ে সম্প্রতি দেশের অন্তত বিশটি জেলায় বিএনপির নেতা-কর্মিদের সাথে ক্ষমতাসীন আওয়াামী লীগ বা পুলিশের সংঘর্ষের ঘটনা দেশের সব সংবাদমাধ্যমে খবর হয়েছে।

পনেরো বছর ধরে বিএনপি যে ক্ষমতার বাইরে রয়েছে, এটি বিএনপির জন্য তৈরী হয়েছে বড় সঙ্কট। এই সংকটের কথা দলের তৃণমুলের কর্মী সমর্থক থেকে শুরু করে শীর্ষ নেতারাও স্বীকার করছেন। তবে তৃণমুলের নেতা কর্মীদের এখন একটাই বার্তা, কেন্দ্রীয়ভাবে যে কর্মসূচি দিচ্ছে, সেগুলোতে আমাদের সংঘবদ্ধভাবে অংশ নিয়ে রাজনৈতিক মাঠের অবস্থান শক্ত করা” অথচ, মেহেরপুর জেলা বিএনপির এখন বিভক্তির রাজনীতি নিয়ে নেতাদের মধ্যে কাঁদা ছুঁড়োছুড়ি লক্ষ করা যাচ্ছে।

মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকার স্পেশাল আয়োজন জনগুরত্বপূর্ণ ব্যক্তিদেও সাক্ষাৎকার। “মেহেরপুর জেলা বিএনপির বিভক্তির রাজনীতি ও নেতাদের ভাবনা” আজকের বিশেষ আয়োজনে বিশেষ সাক্ষাৎকার দিয়েছেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সহ সভাপতি বর্ষিয়ান নেতা আলমগীর খান ছাতু। স্বাক্ষাৎকারটি নিয়েছেন মেহেরপুর প্রতিদিনের বার্তা সম্পাদক জুলফিকার আলী কানন

মেহেরপুর প্রতিদিন : কেমন আছেন ?
আলমগীর খান ছাতু : আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি

মেহেরপুর প্রতিদিন : রাজনীতিতে কবে এসেছেন ?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ১৯৯৬ সালে বিএনপির রাজনীতিতে জড়িত হই। মুলত, আমি ৮০ দশক থেকে রাজনীতিতে আসি। প্রথমে জাতীয় পার্টির মেহেরপুর জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ছিলাম। ৯৬ সালে আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় থাকা অবস্থায় বিএনপির রাজনীতিতে আমি সক্রিয়ভাবে জড়িত হয়ে পড়ি। আমি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আদর্শে অনুপ্রানিত হয়েই বিএনপিতে যোগ দিয়েছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিন: মেহেরপুরের বিএনপির রাজনীতির ইতিহাস সমন্ধে কিছু বলেন:
আলমগীর খান ছাতু : মেহেরপুরে বিএনপির রাজনীতির একটি সোনালী অতীত রয়েছে। জেলায় বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা আহমেদ আলী দলটিকে একটি উচ্চ মাত্রায় নিয়ে গেছেন। এই জেলা বিএনপির একটি শক্তিশালী ঘাটি রয়েছে। জেলার মানুষ শহীদ জিয়া এবং তার সৃষ্ঠ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপিকে মনে প্রাণে ভাল বাসেন। তাই সব সময় বিএনপিকে নিরুঙ্কুশভাবে বিজয়ী করে আসছেন। এখনো অবাধ নিরপেক্ষ ভোট হলে জেলাবাসি বিএনপির প্রার্থীকে বিপুল ভোট দিয়ে বিজয়ী করবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন: ক্ষমতার বাইরে থেকেও আপনারা বিভক্তির রাজনীতি করছেন, এটা দলের মধ্যে ইফেক্ট পড়ছে কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: মুলত, ওয়ার্কার্স পার্টির দলে নেতৃত্বের প্রাধান্যের কারনে মেহেরপুর জেলা বিএনপিতে বিভক্তি শুরু হয়েছে। বিএনপির মুল ধারার নেতা কর্মীদের বাদ দিয়ে ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মুল ধারার বিএনপি কর্মীদের মধ্যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল। “হটাও ওয়ার্কাসর্, বাঁচাও বিএনপি” শ্লোগান দিয়ে তখন বিএনপির অভ্যন্তরে আন্দোলন শুরু হয়। ওয়ান ইলেভেনের সময় জেলা বিএনপির তৎকালিন নেতৃত্ব দলের সাথে বিশ্বাসঘাতকতার কারণেও মুল ধারার বিএনপি নেতা কর্মী ও ওয়ার্কার্স থেকে আসা নেতা কর্মীদের মধ্যে বিভক্ত তৈরী হয়েছে। এখন পর্যন্ত সেই বিভক্তি প্রকট আকারই রয়ে গেছে। দলের মুল নেতৃত্ব আলাদা অফিস নিয়ে এখনো রাজনীতির কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। তবে, মেহেরপুর জেলা, উপজেলাগুলো, পৌর এবং ইউনিয়ন কমিটি গুলো দীর্ঘদিন যাবৎ পুর্নগঠণ না হওয়ায় মুল ধারার বিএনপি’র অনেক নেতা কর্মীই এখন নিস্ক্রিয় হয়ে গেছেন।
এছাড়া জেলা বিএনপির যে কমিটি হয়েছে সেটা এখন পর্যন্ত পরিচিতি মিটিং পর্যন্ত করতে পারেনি। এমনকি নির্বাহী কমিটির কোনো মিটিং এখন পর্যন্ত করতে পারেনি। যেটা কেন্দ্রীয় কমিটি অবগত আছেন।

মেহেরপুর প্রতিদিন: আন্দোলন সগ্রামে দলের মধ্যে আপনার ভূমিকা কতটুকু আছে?
আলমগীর খান ছাতু: ওয়ান ইলেভেনের পর দলের নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে বিএনপির নেতা কর্মীদের সুসংগঠিত করে অদ্যবধি মাঠের রাজনীতি করছি। এছাড়া দলের কেন্দ্রীয় কমিটির ডাকা সকল আন্দোলন সংগ্রামে মাঠ পর্যায়ে সক্রিয়ভাবে ভূমিকা রেখে চলছি।

মেহেরপুর প্রতিদিন : মেহেরপুরে ঘরোয়া মিটিং ও বৈঠক ছাড়া রাজপথের

কোনো আন্দোলন সংগ্রামে আপনাদের দেখা যায়না কেনো ?
আলমগীর খান ছাতু: প্রশাসন প্রতিপক্ষ হয়ে দাড়ানোর কারণেই বিএনপির সকল আন্দোলন সংগ্রাম ঘরে করতে বাধ্য হয়েছে। এছাড়া দলের একটা গোষ্ঠী আওয়ামীলীগের সাথে ব্যালেন্স রাজনীতি করার কারণেও বিএনপির আন্দোলন সংগ্রাম এই জেলাতে গড়ে তোলা সম্বভ হয়নি। তবে, সাম্প্রতিক সময়ে কিছু কিছু কর্মসূচী বাইরে করা হয়েছে। আগামীতে দলীয় সকল কর্মসূচী রাজপথেই করা হবে।

মেহেরপুর প্রতিদিন : আগামি জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আপনার ভাবনা কি ? আলমগীর খান ছাতু: নির্বাচন আমাদের মুল লক্ষ না। এখন দলের মুল লক্ষ সরকার পরিবর্তন। নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকারের দাবী পুরুণ। তত্বাবধায়ক সরকারের অধিনে নির্বাচনে অংশ নেওয়া।

মেহেরপুর প্রতিদিন: দল আপনাকে মনোনয়ন দিলে বিভক্তি কাটিয়ে নির্বাচনী মাঠে কাজ করতে পারবেন বলে মনে হয়?
আলমগীর খান ছাতু: দল যাবে ধানের শীষ দেবে তৃণমুল থেকে জেলা পর্যায়ের সব নেতা কর্মীই তার সাথে কাজ করবে। দলের সব নেতা কর্মীদের সাথে নিয়ে কাজ করার পরিস্থিতি আমার আছে। নিরদলীয় নিরপেক্ষ তত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে দল আমাকে মনোনয়ন দিলে আমি সব নেতা কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ করে নিতে পারবো।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনৈতিক ইস্যুতে আপনার নামে মামলা হয়েছে কতটি?
আলমগীর খান ছাতু : কোনো মামলা হয়নি।

মেহেরপুর প্রতিদিন: বিএনপির নেতৃত্বে সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন আপনার ভাবনা কি?
আলমগীর খান ছাতু : কেন্দ্রীয় কর্মসূচি যেটাই দেবে সেটাই স্থানীয় বিএনপির নেতা কর্মী সফল ভাবে পালন করবে। আমি কেন্দ্রীয় কর্মসূচীর সাথে একমত।

মেহেরপুর প্রতিদিন: রাজনীতিতে জেলা পর্যায়ের কোন কোন নেতা আপনার সাথে আছে-
আলমগীর খান ছাতু: বিএনপির মুল ধারার রাজনৈতিক সকল নেতা কর্মীই আমার সাথে রাজনীতি করছে। ওয়ান ইলেভেনের সময় যেসব নেতা বেগম খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে হটাতে চেয়েছিলেন। তাদেরকে মুল ধারার রাজনীতিকরা মনে প্রাণে অপছন্দ করেন। তারাই আবার কিছু নেংটা ছেলেদের নিয়ে মাঠে ময়দানে দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন তাদের মানুষ ভাল

চোখে দেখেনা।

মেহেরপুর প্রতিদিন: জাতীয় বা স্থানীয় নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন চেয়েছেন কিনা?
আলমগীর খান ছাতু: আমি ২০০৮ সালে জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথম মনোনয়নপত্র উত্তোলন করেছিলাম। দলের কাছে মেহেরপুর-১ আসনের দলীয় টিকিট দাবী করি। পরে ২০১৮ সালে বিএনপি মেহেরপুর-১ আসনে দুজনের নাম ঘোষণা করে। সেখানে আমি দলীয় প্রার্থীর তালিকাতে ছিলাম।

মেহেরপুর প্রতিদিনি : আপনাকে ধন্যবাদ
আলমগীর খান ছাতু : আপনাকেও ধন্যবাদ।

গাংনীতে জাতীয় শোক দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুরের গাংনীতে জাতীয় শোক দিবস উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগ।

আজ মঙ্গলবার দুপুরে গাংনী উপজেলা অডিটোরিয়ামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মকলেছুর রহমানের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন মেহেরপুর-২ গাংনী আসনের সংসদ সদস্য ও উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি সাহিদুজামান খোকন।

গাংনী উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন, আওয়ামী লীগ নেতা গোলাম মোস্তফা ও মনিরুজ্জামান মনিসহ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধি বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

যথাযোগ্য মর্যাদায় দিবসটি পালনের লক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন, বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, শোক র্যালী, মিলাদ মাহফিল ও কাঙালী ভোজ বিতরণ করা হবে।

[redacted]

[redacted]

মনে করেন তিনি।

এ বিষয়ে কথা হয় মেহেরপুর সরকারি কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিনের সাথে। তিনি মেহেরপুর প্রতিদিনকে বলেন, রাষ্ট্র ও সমাজের প্রগতিশীল উন্নয়ন চিন্তাভাবনা করায় রাজনীতির কাজ। একে অপরের ব্যক্তিগত আক্রমন করা রাজনৈতিক শিষ্টাচারের বিরুদ্ধ। গাংনীর আওয়ামী লীগের রাজনীতি যেভাবে চলছে তাতে মানুষ রাজনীতি থেকে সরে আসবে। নতুন প্রজন্মও রাজনীতির প্রতি বিতশ্রদ্ধ হয়ে উঠবে। গাংনীর নেতাকর্মীদের এক অপরের প্রতি কটাক্ষ মন্তব্য ও ব্যক্তিগত আক্রোশ থেকে বেরিয়ে শিষ্টাচার মেনে রাজনীতি করার আহবান জানান তিনি।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে নতুন কেউ আসছেন, না কী পুরোনোরাই থাকছেন ?

দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ত্রি বার্ষিক সম্মেলন। সর্বশেষ ২০১৫ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারী মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সম্মেলনে বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতি মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুল সভাপতি ও এম এ খালেক সাধারণ সম্পাদক মনোনীত হয়েছিলেন। আগামীকাল সোমবার (১৬ মে) দীর্ঘ সাত বছর পর অনুষ্ঠিত হবে মেহেরপুর জেলা আওয়মীলীগের ত্রিবার্ষিক কাউন্সিল। এই ত্রিবার্ষিক সম্মেলন ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেছে। ইতোমধ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ও ওয়ার্ড পর্যায়ের সম্মেলন শেষ হয়েছে। জেলা সম্মেলনকে ঘিরে একদিকে মেহেরপুর জেলায় নেতাকর্মীদের মাঝে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা বিরাজ করছে। নেতৃত্বের সমর্থনে ব্যানার-ফেস্টুন, বিলবোর্ডে ছেয়ে গেছে শহর জুড়ে। কেউ কেউ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও পদ পদবীর সমর্থনে স্ট্যাটাস দিচ্ছেন। বিভিন্ন নেতার অনুসারীরাও নিজ নিজ নেতার সমর্থনে ফেসবুকে প্রচার প্রচারণা চালাচ্ছেন। গোটা জেলার নেতাকর্মীদের

সাংগাঠনিক কার্যক্রম না থাকায় জেলা আওয়ামীলীগ স্থবির হয়ে পড়েছে। তারা সরকারে থেকে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা ভোগ করার কথা ভেবেছে। দলের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবেনি। তাই দলকে সুসংগঠিত করার লক্ষে জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ মোকাবেলা ও অসম্প্রদায়ীক সমাজ গড়তে আমরা যারা ছাত্রলীগ করতাম আবারও মাঠে নেমেছি। নেতাকর্মী, কাউন্সিলর ও কেন্দ্রীয় নেতারা চাইলে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হতে চাই আমি। তিনি আরও বলেন বর্তমান জেলা আওয়ামীলীগের স্বজনপ্রীতি এবং আত্মীয়করণের ফলে দলের অনেক ত্যাগী নেতাকর্মী বাদ পড়ে যাওয়ায় বর্তমান কমিটি একটি দূর্বল কমিটিতে পরিণত হয়েছে। আগামী দিনের যে চ্যলেঞ্জ ক্ষুধা ও দারিদ্রমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু কন্য শেখ হাসিনা আজকে দেশকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এজন্য একটি শক্তিশালী সংগঠণ প্রয়োজন। মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সম্মেলনের মাধ্যমে একটি শক্তিশালী সংগঠন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে তুলে দেবো এই আশা ব্যক্ত করছি।

কে হবেন পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ?

দেড় যুগ পর আগামী ৮মে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের ত্রি-বার্ষিক সম্মেলন। কে হবেন সভাপতি, কে হবেন সাধারণ সম্পাদক সেই হিসেবে কষছেন নেতাকর্মীরা। দীর্ঘদিন সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করা আক্কাস আলী সভাপতি হিসেবে প্রার্থী হচ্ছেন। তিনি কি পারবেন দায়িত্ব ধরে রাখতে। এমন নানা হিসেবে নিকেষ এখন নেতাকর্মীরা। তিনি যদি না পারেন তাহলে তিনি কোথায় স্থান পাবেন। আর তিনি যদি সভাপতি নির্বাচিত হন তবে বাকি প্রার্থীদের আওয়ামী লীগের অবস্থান কি হবে। নানা জল্পনা কল্পনা চলছেই। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে যারা প্রার্থী হচ্ছেন সকলেই আওয়ামী লীগ ও অঙ্গ সংগঠনের জন্য বিভিন্ন ভূমিকা রেখেছেন।

তিন বছরের জন্য দায়িত্ব নেওয়া কমিটি নানা কারণেই পার করছে ১৮ বছর। আর এ ১৮ বছরের কমিটির প্রায় ১৫ জন পদস্থ নেতা মৃত্যুবরণও

করেছেন ইতিমধ্যে। নতুন করে সম্মেলনকে ঘিরে আবারো নেতাকর্মীদের মাঝে প্রাণচাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। সম্মেলনের দিনেই দ্বিতীয় অধিবেশনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। তবে এবারের কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যেন নির্বাচনের মাধ্যমে সম্পন্ন করা হয় সে দাবিও করেছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা।

সম্মেলনকে ঘিরে ইতিমধ্যে কাউন্সিলর ও সাবজেক্ট কমিটির নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরছেন সম্ভাব্য প্রার্থীরা। এবারের সম্মেলনে সভাপতি হিসেবে ৫জন এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে ৮জন সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে। তবে কে হবে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সে হিসেবে সম্মেলন হওয়ার আগে বলা কঠিন। তবে যোগ্য প্রার্থীকেই সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচন করবেন নেতারা।

সভাপতি পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- মেহেরপুর পৌর মেয়র ও জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, পৌর কমিটির বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আক্কাস আলী, জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ভাই ও আওয়ামী লীগ নেতা ইকবাল হোসেন বুলবুল, জেলা স্বেচ্ছা সেবক লীগের আহবায়ক আরিফুল এনাম বকুল।

আরও পড়ুন ছিটকে পড়েছেন মিলু, কী আছে জিয়া বিশ্বাসের ভাগ্যে ?

সাধারণ সম্পাদক পদে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তারা হলেন- জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান, সাবেক ছাত্র নেতা আমিনুল ইসলাম খোকন, আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাড. খ.ম হারুন ইমতিয়াজ জুয়েল, জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের, জসিউর রহমান বকুল, সাবেক ছাত্র নেতা হাসানুজ্জামান হিলন, যুবলীগ নেতা ও কাউন্সিলর আল মামুন, জেলা শ্রমিক লীগের সদস্য সচিব মোস্তাফিজুর রহমান বাবুল।

সভাপতি প্রার্থী আক্কাস আলী ১৮ বছর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি বলেন, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর ফরহাদ হোসেনের সঙ্গে রয়েছি। তিনি যেখানে মনে করবেন সেখানে রাখবেন। তবে সভাপতি প্রার্থী হিসেবে চেষ্টা করছি। দায়িত্ব পেলে সঠিকভাবে পালন করার চেষ্টা করবো। না পেলে কোন খেদ নেই।

অপর সভাপতি প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুল আনাম সাজেদুল বলেন, সভাপতি প্রার্থী হিসেবে কাউন্সিলরদের দ্বারে

দ্বারে গিয়ে ভোট প্রার্থনা করছি। বেশ সাড়া পাচ্ছি। এখনো চেষ্টা করছি কাউন্সিলরদের মন জয় করার।

সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি মফিজুর রহমান মফিজ বলেন, ছাত্রজীবন থেকে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বুকে ধারণ করে রাজনীতি করছি। কয়েকবার কারাবরণও করেছি। বিভিন্ন সংগঠনের দায়িত্ব পালন করেছি এবং এখনো করছি। সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পেলে দলকে শক্তিশালী করতে পূর্বের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবো।

অপর সাধারণ সম্পাদক প্রার্থী জেলা যুবলীগের সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নিশান সাবের বলেন, সম্মেলনকে ঘিরে প্রস্তুতি নিচ্ছি। মেহেরপুর সদর উপজেলা ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের কমিটি যেভাবে সাবজেক্ট কমিটির ভোটে কমিটি হয়েছে। আশা করছি একইভাবে মেহেরপুর পৌর কমিটিও গঠন হবে। সে হিসেবে সাবজেক্ট নেতাদের সাথে যোগাযোগের চেষ্টা করছি।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ:: একই কমিটি ১৮ বছর

তিন বছর মেয়াদে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগ গঠন করা হলেও বর্তমানে এই কমিটির বয়স ১৮ বছর। কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও গঠন হয়নি মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের নতুন কমিটি। ইতোমধ্যে পূর্ণাঙ্গ কমিটি ও উপদেষ্টা সদস্যদের অনেকেই মৃত্যুবরণ করেছেন। শুধুমাত্র কমিটি না হওয়ার কারণে মৃতরাও গুরুত্বপূর্ণ পদ দখল করে আছেন।

বর্তমান এ কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম। তিনি সদর উপজেলা চেয়ারম্যান। সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন মো: আক্কাস আলী।

দলীয় সূত্রে জানা গেছে, ২০০৩ সালের ৭ আগস্ট তিন বছর মেয়াদে ৬৭ সদস্য বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ কার্যকরী কমিটি ও ১৭ সদস্য বিশিষ্ট উপদেষ্টা পরিষদ নিয়ে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু কমিটির মেয়াদ শেষ হয়ে দীর্ঘ ১৫ বছর অতিবাহিত হলেও নতুন কমিটির মুখ দেখেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দীর্ঘ এই ১৮ বছরে কার্যকরী কমিটির ৭জন এবং উপদেষ্টা পরিষদের ৮জন মৃত্যুবরণ করেছেন।

মৃতবরণকারী নেতারা হলেন, কার্যকরী কমিটির সহ-সভাপতি ডাঃ ওমর ফারুক, দপ্তর সম্পাদক খোকন মিয়া, সদস্য খাদেমুল ইসলাম, হারুন অর রশিদ হারু, পন্টু মিয়া, জহির রায়হান সেন্টু, মোশারফ মন্ডল।

উপদেষ্টা পরিষদের মধ্যে আব্দুল মজিদ মাস্টার, মাহাবুবুর রহমান মধু, আব্দুল গণি, আব্দুল মহিত লাল্টু, আমজাদ হোসেন, বাবুল মিয়া, রফিকুল ইসলাম রফিক, শ্রী মহিমা রনজন পাল বাটুল বার্ধক্যজনিত ও বিভিন্ন কারণে মৃত্যুবরণ করেছেন।

দীর্ঘদিন একই কমিটি থাকায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে স্থবিরতা দেখা গেছে এমন প্রসঙ্গে তুলে কমিটির কয়েকজন সদস্য বলেন, কমিটিতে যিনি সভাপতি বা সেক্রেটারি হন না কেন, নতুন কমিটি হলে কর্মকাণ্ডে গতিশীলতা আসে। একই কমিটি দীর্ঘদিন থাকলে সেই কমিটি নিয়ে রাজনৈতিক

কর্মকাণ্ড এগিয়ে নেওয়া কঠিন হয়ে পেড়ে। বর্তমানের পৌর আওয়ামী লীগের সে ধরণের ঘটনায় ঘটছে। দ্রুত কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান তারা। তবে কিছ’দিন আগে পৌর এলাকার কয়েকটি ওয়ার্ড সম্মেলন ও কমিটি গঠন করা হলে বর্তমান কমিটির সাধারণ সম্পাদক সেগুলো মানতে নারাজ। তিনি জানিয়েছেন, নতুন কেও সব ওয়ার্ড কাউন্সিল করে কমিটি গঠন করা হবে।

বর্তমান কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আসলাম খান পিন্টু বলেন, কবে কমিটি গঠন হয়েছে তা আমার নিজেরই মনে নেই। দীর্ঘ ১৫ বছর মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের কমিটি না হওয়া খুবই দুঃখজনক। এর আগে বেশ কয়েকবার কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেওয়া হলেও বিভিন্ন কারণে তা সম্ভব হয়নি। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দরা এসে কমিটি গঠনের কথা বললেও এখনও পর্যন্ত সম্ভব হয়নি। আমরা চাই দ্রুত কমিটি গঠন করা হোক।

পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আক্কাচ আলী বলেন, নতুন কমিটি গঠনে আমি ৫ থেকে ৭ বার চেষ্টা করেছি। আগামী কমিটিতে আমি সভাপতি প্রার্থী। দলের নেতাকর্মীরা যদি মনে চায় আমাকে রাখবে না হয় রাখবে না, সিদ্ধান্ত তাদের কিন্তু আমি চাই কমিটিটা হোক। মূলত আমি ২০০৮ সাল থেকে চেষ্টা করছি এই কমিটির জন্য। ২০০৮ সালে আগে থেকে বিভিন্ন আন্দোলন বিভিন্ন কার্যক্রম নিয়ে কমিটি হয়নি। কিন্তু পরে কমিটি হওয়ার সুযোগ ছিলো। পরে যেই কাউন্সিলের জন্য সবকিছু রেডি করি তখনই দলের নেতাকর্মীরা ঝামেলা পাকিয়ে বসে। তাছাড়া দলের মধ্যে তো গ্রুপিং আছেই। কেউ চায় কমিটি হোক, কেউ চায় না। অনেকেই চায় তাদের পছন্দের লোক হোক, পকেটের লোক হোক। ২০১৪ সালেও আমাদের প্রতিমন্ত্রী সে সময় এমপি ছিলেন উনিও যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন কিন্তু অন্যান্য নেতারা বাধাগ্রস্ত করেছে। বাধাগ্রস্ত করলে তো কোন কাজ হয়না। অন্যান্য নেতার চায় না কমিটি হোক। সবাই চাই পকেটের লোক হোক। তবে আশা করছি আগামী ফেব্রুয়ারি বা মার্চে কমিটি গঠন হবে।

পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি অ্যাড. ইয়ারুল ইসলাম বলেন, ইতোপূর্বে তিনবার কাউন্সিলের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হলেও তা সম্ভব হয়নি। সর্বশেষ গত নভেম্বরে কাউন্সিল হবার কথা থাকলেও সেটাও সম্ভব হয়নি।

মেহেরপুরের ৬ ইউপিতে আওয়ামী লীগের দলীয় মনোনয়ন

তৃতীয় ধাপে মেহেরপুরের ৬টিসহ ১০০৭টি ইউপি এবং ৯টি পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আগামী ২৮ নভেম্বর এসব ইউপি ও পৌরসভার ভোট অনুষ্ঠিত হবে।
ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণের জন্য দলীয় প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ। গতকাল শুক্রবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর সরকারি বাসভবনে সভা শেষে মনোনয়ন চুড়ান্ত করেন।
মেহেরপুর সদর উপজেলার দুটি এবং গাংনী উপজেলার চারটিতে এ ধাপে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ইদ্রিস আলী, বুড়িপোতা ইউনিয়নে বর্তমান চেয়ারম্যান শাহ জামানকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। গাংনীর রায়পুর ইউনিয়নে বর্তমান চেয়ারম্যান সাকলায়েন সেপু, ষোলটাকা ইউনিয়নে দেলবার হোসেন, ধানখোলা ই্উনিয়নে সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক ও কাজীপুর ইউনিয়নে রেজাউল হককে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।
এর আগে গত ১৪ অক্টোবর এসব ইউপি এবং পৌরসভা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। তফসিল অনুযায়ী, রিটার্নিং কর্মকর্তার কাছে চেয়ারম্যান, সাধারণ সদস্য ও সংরক্ষিত নারী সদস্য পদে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২ নভেম্বর। মনোনয়নপত্র বাছাই ৪ নভেম্বর ও প্রত্যাহারের শেষ সময় ১১ নভেম্বর। ভোটগ্রহণ হবে ২৮ নভেম্বর।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগসহ ৫ ইউনিটের সম্মেলনের দিন

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]